স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ গপ্প

পদত্যাগ গণতন্ত্রের বিউটি , গতকালও কারো সঙ্গে দেখা করেননি সোহেল তাজ

আবুল বাশার নূরু ও শামীম খান:

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ তার পদত্যাগের বিষয়টি পরিষ্কার করেননি। গতকাল সারা দিন তিনি বেইলি রোডের সরকারি বাসতেই কাটিয়েছেন। সরকারিভাবে ৬ জুন থেকে ছুটির কথা জানানো হলেও গতকাল তিনি অফিস করেননি। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও নিজ নির্বাচনি এলাকা গাজীপুরের কাপাসিয়ার দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকরা দিনভর চেষ্টা করেও তার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। মিডিয়া কর্মীরা সারাদিনঅপেক্ষা করেও সাক্ষাৎ পায়নি।

জানা গেছে, এক সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। ছুটি চাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেছেন, ছুটি তো আমি অনেক আগেই চেয়েছি। তবে পদত্যাগের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি সোহেল তাজ। জ্বরজনিত অসুস্থতার কারণে তিনি বাসা থেকে বের হচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন।

এদিকে মন্ত্রিসভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ও তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা সোহেল তাজের পদত্যাগপত্র জমা দেয়া নিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে নানামুখী আলোচনা উঠেছে। আওয়ামী লীগের একাধিক শীর্ষ নেতা এই প্রতিবেদককে বলেছেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র জমা দেয়ার ঘটনা গণতন্ত্রের বিউটি। মন্ত্রিসভার সদস্যরা পদত্যাগপত্র জমা দেবে, তা গৃহীত হবে, কখনো হবে না। পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেয়া কিংবা ব্যর্থতার দায়ে পদত্যাগ করাও সংসদীয় গণতন্ত্রকে আকর্ষণীয় করে তোলে। কেউ কেউ বলেছেন, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদের মতো সোহেল তাজও প্রমাণ করলেন– মন্ত্রী কিংবা ক্ষমতার প্রতি তার কোনো লোভ নেই। কাজ করার কোনো সুযোগ না থাকলে কেবল নামকাওয়াস্তে মন্ত্রী থাকার চেয়ে পদত্যাগ করাটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। অনেকে বলেছেন, ছুটি নিয়ে জটিলতার কারণেই সোহেল তাজ অভিমানী হয়েছেন।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ ছুটি শেষে পুনরায় তার দায়িত্ব পালনে ফিরে আসবেন বলে মনে

করছেন আওয়ামী লীগ নীতিনির্ধারক মহল। দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, ছুটি শেষে সোহেল তাজ পুনরায় দায়িত্বে ফিরে আসবেন। তার পরিবার দেশের বাইরে থাকায় সমস্যা হয়েছে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য লম্বা সময় নিতে হয়। আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

দলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মন্ত্রিসভার কোনো সদস্যের পদত্যাগের বিষয়টি সরকার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত এ বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক নয়। এই ঘটনা দলের অভ্যন্তরে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, বরং গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

তাজের সঙ্গে আমার মা-ছেলের সম্পর্ক: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মান ভেঙেছে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ।। ছুটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন

শাহজাহান আকন্দ শুভ:

অবশেষে মান ভেঙেছে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজের। শনিবার থেকেই মন ভালো ছিলো না তার। রাগে-অভিমানে পদত্যাগ করার পর থেকেই সব মুঠোফোন বন্ধ করে রোববার সারাদিন বেইলী রোডের সরকারি বাসায় একরকম একাকী কাটান। তবে গতকাল নিজের সিদ্ধান্ত থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন তিনি। নিজ নির্বাচনি এলাকার লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাতও করেছেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ১৮ দিনের ছুটির জন্য যে আবেদন করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী গতকাল তা অনুমোদন দিয়েছেন। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন গতকাল বলেছেন, 'সোহেল তাজ তার স্ত্রী ও সন্তানদের দেখতে দেশের বাইরে যেতে এক সপ্তাহ আগে ৬ থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত ছুটি চেয়ে আবেদন করেন। ওই ছুটির আবেদনে আমি সুপারিশ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেই।'

এদিকে গতকালও অফিস করেননি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনি অফিসে আসবেন এমন খবরে গতকাল দিনভরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন বিপুল সংখ্যক মিডিয়া কর্মী। কিন্তু তিনি মন্ত্রণালয়ে যাননি। পদত্যাগ, ছুটি বা মান-অভিমান কোনো বিষয়েই গতকাল পর্যন্ত মুখ খোলেননি সোহেল তাজ। এজন্য কী কারণে তিনি আকস্মিক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন তা নিয়ে গতকালও আলোচনা ছিল সর্বমহলে।

গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিজ অফিস কক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সোহেল তাজের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করছে একটি মহল। অথচ তার সঙ্গে কোনো বিষয়েই আমার মতবিরোধ নেই। আমাদের দু'জনের মধ্যে মা ও ছেলের সম্পর্ক। মিডিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, অথচ আপনারা লিখে দিলেন আমার সঙ্গে তার মতবিরোধ হয়েছে। দিস ইজ এ্যাবসার্ট। এখন বাংলার মানুষ পড়ে শুনবে আমার সঙ্গে তার মতবিরোধ হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক। তিনি আরো বলেন, ৭ জানুয়ারি থেকে মন্ত্রণালয়ে আমরা এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। তাছাড়া সোহেল তাজ দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের ছেলে। তার সঙ্গে বিরোধের প্রশ্নই আসে না। প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে সোহেল তাজের পদত্যাগের বিষয়ে তিনি বলেন, কোনো মিনিস্টার বা আওয়ামী লীগের কোনো নেতার কাছ থেকে আমি এ কথা শুনিনি। আমি শুনেছি আমার সাংবাদিক ভাইদের কাছ থেকে। সাম্প্রতিক সময়ে ক্রসফায়ারে মৃত্যু ও পুলিশে রদবদল নিয়ে তাদের দু'জনের মধ্যে কোনো মতবিরোধ হয়েছে কিনা জানতে চাইলে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, এ বিষয়েও তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ হয়নি।